দৈনিক ইনকিলাব

APR 16 2002

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

কলেজের গভর্নিং বডির মনোনয়ন নিয়ে বিরোধে উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙ্গনের সুর

শফিক বেবু ।। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ অর্ধশতাধিক কলেজের গভর্নিং বডি নিয়ে বিরোধের কারণে কুড়িগ্রামসহ উত্তর জনপদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙ্গনের সুর বেজে উঠেছে। এ ধরনের বিরোধকে কেন্দ্র করে অন্তত ৩০টি ঘটনা আদালতে গড়িয়েছে। বোর্ডের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিভিন্ন কলেজে সম্প্রতি গভর্নিং বডির দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষা বোর্ডেও চলছে এ নিয়ে ব্যাপক তৎপরতা। দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য কলেজ পরিদর্শন ও রিপোর্ট দেয়া সংক্রান্ত কাজে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার নিজেই গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়ন দিবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে কলেজগুলোতে বিরোধ সৃষ্টির কারণ হিসেবে মহল বিশেষের স্বার্থসিদ্ধি, আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক দাপট বিস্তার এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে ডোনেশনের নামে আদায়ের অর্থের ভাগাভাগি ইত্যাদি দেখছেন অভিজ্ঞ মহল। অনেক ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি ও অধ্যক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ এবং এই দু'জনের রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণেও কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আবার ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক স্থানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কোথাও কোথাও কলেজ কমিটির সভাপতির সাথে স্থানীয় সংসদ সদস্যের মতবিরোধ ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে কমিটি ভেঙ্গে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ব্যক্তিগত দাপট দেখাতে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন বিপত্তি। কোন কোন কলেজে একাধিক অধ্যক্ষ কাজ করছেন বলেও জানা গেছে। কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট মহিলা কলেজে গভর্নিং বডির সভাপতি পদ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ঐ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রায় ৫ মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না।

অপরদিকে একই কলেজ নিয়ে একপক্ষে এমপি অপরপক্ষে মন্ত্রী অবস্থান নিয়েছে এমন খবরও রয়েছে। যেসব কলেজে একবার বিরোধ দেখা দিচ্ছে তা সহজে সমাধান হচ্ছে না বরং ক্রমেই তা জটিল হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলোকে রাজনৈতিক খাতে নিয়ে যাওয়ায় তা আরও প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। আর গভর্নিং বডি সংক্রান্ত বিরোধ এক পর্যায়ে শিক্ষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দলাদলিকে পাঠদানের চাইতে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। আবার কোন কোন স্থানে ছাত্রদেরও বিরোধে জড়ানোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। এসব বিরোধ নিষ্পত্তি নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষকেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও কলেজের এসব কমিটির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যগণও দাপট খাটাচ্ছেন। যেসব কমিটিতে তাদের থাকার কথা নয় সেগুলোতেও থাকার দাবী করছেন।

সূত্রমতে, যে কোন কলেজে পাঠদানের ছাত্র ভর্তির অনুমতি পাওয়ার ৩ বছর পর স্বীকৃতির জন্য আবেদন করার সুযোগ পায়। সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন নতুন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্বীকৃতির জন্য আবেদন করলে তার সঙ্গে একটি সাংগঠনিক কাঠামো পেশ করতে হয়।